Fortnightly, Ahmadi,
February, 1953.

Reg. No. D. A.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ ইং ; মাঘ, ১৩৫৯ বাং ; তবলীগ, ১৩৩২ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هو الناصر

তহরীক জদীদ স্থায়ী তহ্‌রীক

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়াদাহুল্লাহু-তা'লা রবুয়ায় প্রদত্ত ২৮শে নবেম্বর ১৯৫২ জুমার খোৎবার মর্ম্মানুবাদ।

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

প্রথম পর্য্যায়ের উনবিংশ বর্ষ ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নবম বর্ষ উদ্‌যাপন —তনজীম ও তবলীগের জেহাদে যিনি কাজে আসেন, তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন ঃ—

জুমার সময় নির্দ্ধারণ

এখন ১২।০টা। ইহার অর্থ আগেকার সময়ের দিক দিয়া ১টা বাজিয়াছে, আগেকার ১২।টায় নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইত। জুমার জন্য শরীয়তে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করে নাই। কারণ, জুমার পূর্ব্বে খোৎবা হয়। এই খোৎবার পর জুমার নামাজ সঠিক সময়ে পড়া চাই। শরীয়ত অনুমতি দিয়াছে, জুমা ছায়া হেলিবার পূর্ব্বেও আরম্ভ করা যায়, যেন নামাজের পূর্ব্বে খোৎবাও দেওয়া যাইতে পারে এবং তারপর নামাজও ছহি ওয়াক্তে পড়া যায়, কিন্তু এখন ১২টা হওয়া সত্ত্বেও—যাহার অর্থ পুরাতন সময়ের দিক দিয়া এখন ১টা হইয়াছে—এখনও অর্দ্ধেক পরিমাণ লোকও নামাজ পড়িতে আসেন নাই। অন্য কথায় শুধু সরকার ঘড়ি ১ ঘণ্টা পশ্চাৎ করেন নাই, বরং তোমরাও শরীয়তের নির্দ্দিষ্ট সময় ১ ঘণ্টা পশ্চাৎ করিয়াছে। জমাতের এই কাজের অর্থ জুমা ১টায় অর্থাৎ পুরাতন ২টায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং শেষ করা যাইবে ২।টায় বা আরো পরে। অর্থাৎ পুরাতন সময়ের দিক দিয়া ৩।টায় শেষ করিতে হইবে। কারণ নামাজের পূর্ব্বে খোৎবা আছে এবং তখন হইতে আছরের নামাজ শুরু হয়।

কোন কোন সময় বাহ্যিক কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু শরীয়তে পরিবর্ত্তন হয় না।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রাষ্ট্র কোন ভৌগোলিক বা অন্য কোন বিশিষ্ট স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘড়ি এক ঘণ্টা পশ্চাৎ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নামাজ যে সময়ে পড়া হইত, সেই সময়েই পড়া হইবে। ইহাতে কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না। যদি এখনো জুমা পূর্ব্বের মত ১টাতেই হয়, নামাজের পূর্ব্বে খোৎবা আছে এবং তারপর নামাজও পড়িতে হয় বলিয়া ২টা ২।টা পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। অন্য কথায় নামাজ পুরাতন সময় হিসাবে ৩টা ৩।টায় শেষ হইবে। পূর্ব্বে যে সময় সূর্য্যোদয় হইত, এখনো সেই সময়েই হয়। তবে আমরা গাফিল হইয়াছি কেন? যদি সূর্য্যোদয়ও এক ঘণ্টা বিলম্ব ঘটিত, তবে বলিতে পারিতে যে, এখন সূর্য্য এক ঘণ্টা পরে উদয় হয় বলিয়া আজ বিলম্ব করিয়াছ। কিন্তু সূর্য্য ত সেই সময়েই উদয় হয় এবং আজও সেই সময়েই উদয় হইয়াছে। ষ্টাণ্ডার্ড সময় পরিবর্ত্তন হওয়ার পূর্ব্বে ১টা পর্য্যন্ত যতখানি সময় পাইতে, ১২টা পর্য্যন্ত তোমরা ততখানি সময়ই পাইয়াছ। এখনকার ১২টা পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হিসাবে ১টা।

তহরীক জদীদের নব-বর্ষ ঘোষণা

এখন আমি তহরীক জদীদের উনবিংশ বর্ষ সম্বন্ধে আজিকার খোৎবা আরম্ভ করিতেছি। ১৯৩৪ সন হইতে তহরীক জদীদ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩৪ সনের নবেম্বর মাসে ইহার এলান করা হয়। এখন ১৯৫২ সনের নবেম্বর। ওয়াদার দিক দিয়া ১৮ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং উনবিংশ বর্ষ আরম্ভ

হইয়াছে। চাঁদা আদায়ের দিক দিয়া আগামী নবেম্বর মাসে উনবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইবে।

বস্তুতঃ যে সকল নীতির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, তহরীক জদীদের ভিত্তিও তাহাই। খোদাতালার কালামের প্রচারই ইসলামের ভিত্তি। খোদাতালা আমাদিগকে যে বাণী দিয়াছেন আমাদের কর্ত্তব্য সারা বিশ্বে তাহা পৌছান। সারা জগতে আমরা এই বাণী পৌছাইলে দুনিয়া এ সম্বন্ধে গাফিল থাকিতে পারে না, এবং মানুষ তাহা মানিবার সুযোগ লাভ করিবে। কাহারো নিকট যদি খোদাতালার বাণী পৌছে আর সে তাহা বিশ্বাস করিতে নাও পারে, তবু আমাদের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। এবং তাঁহার দায়িত্ব আরম্ভ হয়। খোদাতালার বাণী না পৌছান পর্য্যন্ত আমাদের দায়িত্ব থাকে এবং অন্যের দায়িত্ব আসে না। আল্লাহ-তা'লা জালেম নহেন। তিনি তাহাকে ধরেন যাহার প্রতি 'হুজ্জত' পূর্ণ হয়, যাহার নিকট সত্য পূর্ণ দলীলাদি সহ সপ্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সে সত্যকে অগ্রাহ্য করে। আমরা খোদার বাণী না পৌছাইলে হুজ্জত পূর্ণ হইতে পারে না, সত্য স্বীয় প্রমাণ সহ কাহারো নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ ইসলামের নাম রওশান করা এবং কোরাণ করীমের বাণী দুনিয়ায় পৌছানই তহরীক জদীদের ভিত্তি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বিদেশে মোবাল্লেগ পাঠান হইয়াছে। তহরীক জদীদ জারী হইবার পূর্ব্বে শুধু কতিপয় দেশে মাত্র আমাদের মোবাল্লেগ ছিল। আমেরিকায় ছিলেন একজন মোবাল্লেগ ইংলণ্ডে একজন এবং সিরিয়ায় একজন! আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায়ও আমাদের মোবাল্লেগ ছিলেন। কিন্তু তহরীক জদীদ জারী হওয়ার পর ইন্দোনেশীয়ার মোবাল্লেগ সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে! হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ডে নূতন মিশন খোলা হইয়াছে। এবং ফ্রান্সেও কতক কাল পর্য্যন্ত খোলা ছিল। খোদার ফজলে সেই সকল প্রত্যেক দেশেই এখন জমাত কায়েম হইয়াছে এবং ধর্ম্ম শিক্ষার্থী কোন কোন ছাত্রও এখানে আসিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, জার্ম্মাণীর একজন যুবক আবদুস শুকুর কুনজে এখন এখানে (রবওয়ায়) ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করিতেছেন, যেন তিনি পরে স্বদেশে যাইয়া তবলীগ করিতে পারেন। আমেরিকা হইতেও এই তহরীকের পরিচালনাধীনে একজন যুবক এখানে আসিয়াছেন। তিনিও দীনী-তালিম হাসিল করিতেছেন। আরো একজন যুবক সম্বন্ধেও সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ রবওয়া আসিতেছেন। তিনি সম্ভবতঃ সালানা জলছা পর্য্যন্ত এখানে পৌছিবেন।

এ ছাড়া জার্ম্মাণী হইতেও সংবাদ আসিয়াছে যে, আরো একজন যুবক দীনী শিক্ষা লাভের জন্য রবওয়া আসিতেছেন। তহরীক জদীদ জারী হওয়ার পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ছাত্র ছেলেছেলার মরকজে কখনো আসে নাই। তহরীক জদীদ জারী হওয়ার পর বিদেশ হইতেও ছাত্র আসা আরম্ভ হইয়াছে এবং এখন প্রায় ৩০ জন বিদেশী ছাত্র রবওয়ায় বিদ্যমান। চীন, ইন্দোনেশিয়া বর্ম্মা, সিংহল, সুদান, আবিসিনিয়া, সিরিয়া, জার্ম্মাণী, ইংল্যাণ্ড, সোমালী-ল্যাণ্ডের ছাত্রগণ বিদ্যমান এবং পরে আরো ছাত্র আসিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আজই আবিসিনিয়া হইতে একজন যুবকের পত্র পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি দীনী-তালিমের উদ্দেশ্যে রাবওয়া আসিতে চান। সোমালীল্যাণ্ড হইতেও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সেখান হইতে আরো কোন কোন ছাত্র এখানে আসিতেছেন।

বস্তুতঃ বিদেশ হইতে এখানে শিক্ষার্থীগণের আগমণ এই তহরীকের অন্যতম ফল। এই সমস্ত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে কেহ কেহ জীবন ওয়াকফ করিয়া আসিয়াছেন এবং কেহ জীবন ওয়াকফ করিয়া আসেন নাই। অবশ্য যাহারা জীবন ওয়াকফ করেন নাই, তাঁহারা নিজ নিজ ভাবে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু যদি তাঁহারা 'এখলাস' (আন্তরিকতা) সহ পার্শ্বিব কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন, তবে ইহাও ইসলামের বড় সেবা হইবে। যদিও বিদেশাগত যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ জীবন ওয়াকফ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহারাও এমন দেশ সমূহ হইতে আসিয়াছেন, তহরীক জদীদের পূর্ব্বে সেখানে আহমদীয়াত পৌছে নাই। এই যুবকেরা শিক্ষা লাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইসলাম প্রচারের নব নব উপায়ের উদ্ভব হইবে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

তহরীক জদীদের পূর্ব্বে তিন চার জন মোবাল্লেগ বিদেশে প্রচার কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তহরীক জদীদের পর আমার বিশ্বাস তাঁহাদের সংখ্যা এখন প্রায় ৫০ হইয়াছে। অন্য কথায় দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন ত মাত্র প্রারম্ভ। পরিষ্কার কথা, মোবাল্লেগ না হইলে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রসার লাভ করিতে পারে না। আমি উপস্থিত বৃদ্ধিকে ধরি না, ভবিষ্যতের ছবি আমার চক্ষে পড়িতেছে।

বর্ত্তমানে তহরীক জদীদের একটি কলেজ। প্রতি বৎসর ইহা হইতে ৮।১০ জন মোবাল্লেগ প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক আঞ্জুমান আহমদীয়া এবং অর্দ্ধেক তহরীক জদীদ কাজে গ্রহণ করেন। সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া ও তহরীক জদীদ যে সকল মোবাল্লেগ প্রাপ্ত হন বৎসর প্রতি প্রত্যেকের ৫ জন ধরিলেও বিগত ১৯ বৎসরে ১০ গুণ মোবাল্লেগ বৃদ্ধি পাইয়াছেন এবং আগামী ১৯ বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা ৩০ গুণ হইবে। অর্থাৎ প্রথম সময়ে যত মোবাল্লেগ ছিলেন তাঁহাদের চেয়ে তখন ৩০ গুণ বৃদ্ধিলাভ করিবে। ভবিষ্যতে জমাত তরককী করিবে না, একথাকে বলিতে পারে?

এখলাস ও এরাদা—আন্তরিকতা ও সঙ্কল্পের দিক দিয়া জমাত উন্নতি করিলে জামেয়াতুল মোবাশশেরীন (মোবাল্লেগ কলেজ) হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ছাত্র বাহির হন, তাঁহাদের সংখ্যা ৮।১০ জনই থাকিবে না—বরং পনর বিশ বা চল্লিশ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। তদবস্থায় আগামী ১৯ বৎসরের পর মোবাল্লেগগণের সংখ্যা তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার মোবাল্লেগগণ হইতে ৩০ গুণই নহে, পঞ্চাশ বা একশত গুণ বৃদ্ধি লাভ করিবে।

তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তনের ফলে কয়েকটি দেশে শুধু নূতন মিশনই স্থাপিত হয় নাই, বরং ঐ সকল দেশ হইতে সরাসরি কোন কোন শিক্ষার্থী এখানে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন। শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহারা স্ব স্ব দেশে যাইয়া ইসলামের ইশায়াত করিবেন।

রসুল করীম (সঃ) বলিয়াছেন যে, মদিনা ধোপার ভাটি স্বরূপ। ভাটিতে যেমন কাপড়ের ময়লা দূরীভূত হয় সেইরূপ কাহারো মধ্যে আধ্যাত্মিক হিসাবে কোন ময়লা থাকিলে অর্থাৎ কাহারো মধ্যে আন্তরিকতা (এখলাছ) না থাকিলে, সে এখানে আসিয়া ইসলাম হইতে আরো দূরে সড়িয়া পড়ে। তেমনি রাবওয়াও একটি ভাটি। স্থানিয়া কেহ কেহ এখানে আসিয়া কর্ম্মদোষে পথ ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু যাহারা এখানে আসিয়া সদোদ্দেশ্যে ও আন্তরিকতা—নেক নিয়াৎ ও এখলাসসহ শিক্ষাভ্যাস করিবে, তাহারা দীনী খেদমত করিবে—তাঁহারা সাংসারিক কাজ কর্ম্মের সঙ্গে ইসলাম প্রচারে সাহায্য করিবে।

দৃষ্টান্তস্থলে, সুমাত্রা হইতে একজন যুবা এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি জীবন ওয়াকফ করেন নাই এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি একটি বেসরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি একান্তই মুখলেছ সপ্রমানিত হইয়াছেন। আমার মনে হয়, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ওসিয়তকারীরা তাঁহার ন্যায় ওসিয়তের পাবন্দ নয়। তিনি বৌদ্ধ হইতে আহমদী হন। ছেলেমেয়েদেরও বেশ ধর্ম্মাগ্রহ ও ধর্ম্মোৎসাহ আছে। আমার নিকট তাহাদেরও চিঠিপত্র আসে।

বস্তুতঃ, কেহ কেহ জীবন ওয়াকফ না করা সত্ত্বেও সংসার ও কাজে ব্যপৃত থাকা অবস্থায় ইসলাম প্রচারে ছেলেছেলার সাহায্য করিয়া থাকেন। ডাঃ নজীর আহমদ সাহেব ইহাদেরই মধ্যে একজন। তিনি এখন সোমালীল্যাণ্ডে আছেন। তিনি চাকুরী করেন, কিন্তু আমি বলিতে পারি না যে, তিনি কোন জীবন ওয়াকফকারী অপেক্ষা কম। তাঁহার দ্বারা সেখানে জামাত কায়েম হইতেছে। এমন প্রতীয়মানও হয় যে, তাঁহার এখলাছের দরুণ আসমানও তাঁহার সাহায্য করিতেছে। সেখান হইতে প্রায়ই আমি পত্র পাই। অনেক পত্রে পাওয়া যায় যে, পত্র লেখক স্বপ্নযোগে নজীর আহমদ সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তথাকার বহুলোক এইরূপে স্বপ্ন দ্বারা নজীর আহমদ সাহেবের প্রতি মনযোগ হওয়ার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইতেছেন। অন্য কথায়, তাঁহার মধ্যে এখলাছ এত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে যে, আসমানে আল্লাহতালাও তাঁহার সাহায্যার্থ ফেরেস্তাদিগকে হুকুম করিতেছেন তাহারা যেন লোকদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে।

আমি এখনি বলিয়াছি যে, তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে কোন মিশনারী কলেজ ছিল না। এখন মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কলেজ হইতে এমন যুবকগণ বাহির হইতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী ছাত্রগণ অপেক্ষা জ্ঞানের দিক দিয়া অনেক বড়। আমি একথা বলিতেছি না যে, তাঁহাদের শিক্ষার মান আমাদের আদর্শ অনুযায়ী উচ্চ হইয়াছে। নীতি, জ্ঞান ও ধর্ম্মশীলতার দিক দিয়া এখনো তাহাদের অনেক কিছু উন্নতি করিবার রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা, যাহাই হোক না কেন, পূর্ব্ববর্ত্তীগণ অপেক্ষা বড় আলেম। তারপর তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের নিকট দীনী বিষয়েও অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট ছিল না। কিন্তু এখন এমন যুবকগণ আছেন, যাহার একদিকে মৌলবী ফাজেল ও অন্য দিকে গ্রাজুয়েট অথবা তাঁহারা বি, এ, পাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে মৌলবী ফাজেল হইয়া এতটুকু যোগ্যতা লাভ করিবেন যে, তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে গেলে মোল্লা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, আমরাও তোমাদের ন্যায় ইংরাজী জানি এবং মৌলবীদের মজলিসে যাইয়া ইংরাজী শিক্ষিত বলিয়া অভিযুক্ত হইলে তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে তাঁহারাও মৌলবী ফাজেল ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাভিজ্ঞ—মৌলবী সাহেবানরা যাহা জানেন, তাঁহারাও সবই জানেন।

বস্তুতঃ তবলীগ ও ইশায়াতে ইসলামের জন্য নব নব পথ বাহির হইতেছে এবং অল্পকাল মধ্যেই দীনী শিক্ষা ও পার্থিব বিজ্ঞানের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে এবং যাবতীয় অনৈক্যের অবসান ঘটিবে।

সাদাসিদে জীবন

তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তন কালে ইহাতে ইহাও সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল যে, আমাদের যাবতীয় প্রোগ্রাম সাদাসিদে হইবে, আমরা সাদাসিদে পোষাক পরিধান করিব, সাদাসিদে আহার্য্য ব্যবহার করিব, দাওয়াত বিবাহাদি সাদাসিদে ভাবে নির্ব্বাহ করিব। কিছুকাল ত এ ভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু এখন ইহাতে শিথিলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক এ সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে সংশোধন অত্যাবশকীয় ছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোন কোন রুগ্ন ব্যক্তি পীড়া বশতঃ এই তহরীক পুর্ণভাবে প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। কোন স্থানে দেশাচার মত আহার পদ্ধতিই এমন যে, এক বস্তু খাওয়া চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে, এই তহরীক আরম্ভ করা হইলে বিহার ও বাঙ্গালা দেশ হইতে আমার নিকট পত্র আসিতে লাগিল, সেখানে দেশাচার এমন যে এই স্কীম সম্পূ রূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না। সেখানে ছোট ছোট গৃহেও ২।১টি বস্তু পাক হয়। সেখানে প্রধান খাদ্য ভাত। ভাত খাওয়াও হজম করার জন্য পাতলা জিনিষের আবশ্যক হয়। সে জন্য পাতলা ডাইল ব্যবহৃত হয়। একমাত্র ডাইল দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। সে জন্য কিছু সালনও পাক হয়। ডাইল দ্বারা ভাত ভিজান হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষার্থে কিছু সালনও ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, খাবার প্রথা অনুযায়ী ছোট ছোট ঘরেও দুই প্রকার সালন প্রস্তুত হয়। এখন যদি এই হুকুম দেওয়া হয় যে, তাহারাও এক সালন রন্ধন করিবেন, তবে ইহার অর্থ তাঁহারা শুধু ডাইল খাইতে, খাইতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে, অথবা কেবল সালন পাক হইতে থাকিবে। রোজ সালন পাক হইলে খরচ বেশী পড়িবে। সে জন্য আবশ্যক ছিল ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মুস্কিল দূর করা এবং তাহাদিগকে এমনভাবে তৈয়ার করা যেন তাঁহারা এই স্কীম মোতাবেক চলিতে পারেন।

তারপর রোগী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে এক সালন কঠিন। সে জন্য আবশ্যক ছিল এমন এক ব্যবস্থার, যাহার ফলে এক দিকে আহমদীগণের স্বাস্থ্য ও শক্তি যেন বজায় থাকে এবং অন্য দিকে সাদাসিদে ভাবও রক্ষিত হয়। পূর্ব্বে এসম্পর্কে চিন্তা না করার ফলে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই স্কীম ব্যবহার যোগ্য ছিল না এবং ক্রমেই তাহারা ইহা পালন করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু জমাতের ব্যক্তিগণ যাহাতে সাদাসিদে জীবন

স্থাপন করেন, তজ্জন্য কোন ব্যবস্থাবলম্বন আবশ্যক ছিল। এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে বিবেচনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, বিবাহাদি ব্যাপারে দাওয়াত বন্ধ করিয়া দেই। কোন ব্যক্তি নিজদিগকে 'চৌধুরী' মনে করে, তাহারা মনে করে যে, তাহাদের জন্য কোন আদেশ নয়। আমি কোন কোন দাওয়াতে গিয়াছি। 'চৌধুরী' স্বভাবপন্ন ব্যক্তিগণ চা প্রভৃতি তৈয়ার করা সত্ত্বেও আমি চা পান করি নাই। ইহাতে এইরূপ ব্যক্তিগণও দাওয়াত উঠাইয়া দেয়। এই নীতি এখন অন্ততঃ আমাদের মরকজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহা হউক, কোন কোন বিষয়ের প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। কিন্তু পারি না বলিয়া আমরা পশ্চাদপসরণ করিয়াছি। অথচ আহারাদি ব্যাপারে সারল্যাবলম্বন একান্ত জরুরী। এখন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বিদ্যমান। কথায় আছে, মালে মুফ্‌ত, দেলে বেরহম'। কর্ম্মচারীদের জন্য পুনরায় মহার্ঘ-ভাতা নিরূপণের জন্য সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া সুপারিশ করিয়াছেন। অথচ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, আয় হ্রাস পায়। কোথায় রোজ ৪ হাজার ৫ হাজার টাকা আসিত, কোথায় এখন তের শত বা ১৫।১৬ শত টাকা আসে। কাদিয়ান হইতে হিজরত করিয়া লাহোর আসিবার পর লাহোরে চাঁদা আসিতে আরম্ভ করিলে তখন কত আমদানী হইত, তাহাপেক্ষাও একদিন অল্প টাকা আসে। সে দিন ২০০৲ কি সামান্য অধিক টাকা আসে। তার পূর্ব্বে ২ হাজার হইতে ৪।৫ হাজার টাকা প্রত্যহ আসিত।

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ ৪০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়। ভ্রমণ ও সালানা জলসার ব্যয় যোগ করিলে ৯০,০০০৲ পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। এখন দৈনিক কয়েকশত টাকা মাত্র আমদানী হইলে বৃদ্ধি ভাতা কে দিবে?

সদর আঞ্জুমানের পক্ষে মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ ভুল ছিল। বৎসরের প্রারম্ভেই কর্ম্মচারীদিগকে কর্জ্জ নিয়া গম খরিদ করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। তাহারা গম খরিদ করিবার অজুহাতে আঞ্জুমন হইতে ঋণ গ্রহণ করে বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ শুধু গমের। অন্য কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়ে নাই। আজই প্রসঙ্গ ক্রমে কোন মহিলা লাকড়ির মূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। আমি বলিলাম, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া কালে ত মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠে নাই। এসব বস্তুর মূল্য অল্প বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে, অসাধারণ বৃদ্ধি পাইলে পর মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠে। বর্ত্তমানে গমের দর—মণ প্রতি ২০৲।২২৲ দরে গম খরিদ করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর নাই। যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি বলিলেন, "আসল কথা, অগ্রিম টাকা নিয়া কেহ কাপড় খরিদ করিয়াছেন, কেহ বাড়ীর উপর ব্যয় করিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "তবে তাঁহাদের কষ্টের জন্য তাঁহারাই দায়ী।"

বস্তুতঃ, এরূপ হইয়াই থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, জমাত বলিতে কোন একস্থানের জমাত বুঝায় না। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে তদ্দ্বারা সকলেই আক্রান্ত হইবে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিরা চাঁদা দিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবে। ইহাতে চাঁদার আমদানী হ্রাস পাইবে। এজন্য ব্যয় কোন মতেই বৃদ্ধি করা যায় না। চাঁদার উপর যে সকল জমাত চলে, তাহাদের এখন ব্যয় সঙ্কোচিত করিতে হইবে—ছাঁটাই দ্বারা বা বেতন হ্রাস দ্বারা খরচ না কমিলে অর্থ সঙ্কুলন হইবে কিরূপে? দুর্ভিক্ষের একমাত্র প্রতিকার একমাত্র কমান। খাদ্যও কমাইতে হইবে।

লাহোরে আসিবার পর আমি একটি রুটী খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অধিক ভোজনকারীদের জন্য আদর্শ স্থাপন উদ্দেশ্যে নিজের ঘরেও এক বেলা এক রুটি খাওয়ার আদেশ করি। আমাদের খাদ্য আমাদের নিজেদেরই পাক হইত। তবু এক রুটিই খাওয়া হইত। তখন সাধারণ বিপদ ছিল। তখন আদর্শের প্রয়োজন ছিল। সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কয়েক মাস এরূপ চলে। তখন মেহমান খানাতেও এক রুটীই দেওয়া হইত। তাহাতেও আমরা এক রুটীই আহার করিতাম। মেহমানগণও হৃষ্ট চিত্তে এক রুটিই আহার করিতেন।

রসুল করীম (সঃ) বলিয়াছেন, মোমেন এক অন্ত্রে খায়, কাফের সাত অন্ত্রে খায়। ইহার অর্থ কাফেরের পানাহারে বিচার নাই। কিন্তু মোমেন যাবতীয় মুসকিলের প্রতিই লক্ষ্য রাখে। তাহার দায়িত্ব অনেক। খাওয়ার সময়েও সে তৎ-সমুদয়ই স্মরণ রাখে। এ নিমিত্ত মোমেন এক অন্ত্রে খায়। সুতরাং, এমন সময় উপস্থিত হইলে খাদ্য হ্রাস করিবে। আমরা যাহা খাই, তৎসমুদয়ই হজম হয় না। আমার মত দেহ বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তিও খাবার বসিলে ৫।৭ রুটী খাইয়া ফেলে। আমি কখনো এক রুটী কখনো অর্দ্ধ রুটি খাই। দেখ, আমি জীবিত আছি। আমি এক বা অর্দ্ধ রুটী খাইয়া জীবিত থাকিতে পারিলে আমার মত অপরেও এই পরিমাণ আহার দ্বারা ৬।৭ মাস কাটাইতে পারে। শুধু প্রভেদ, তাহারা বলে, তাহাদের অধিক ক্ষুধা হয়। আর আমি বলিব, যাহা পাও খাও—যাহা নাই, তার জন্য 'সবর' কর।

বর্ত্তমানে ২০৲।২২৲ দরে গম পাওয়া যায়। এখন যাহারা অর্দ্ধ ভোজন আরম্ভ করিবে, তাহাদের জন্য দর পড়িবে ১০৲।১১৲ টাকা মাত্র। যাহারা (আঞ্জুমনের) চাকুরী করে, তাহারা বৎসরান্তে টাকা পাইয়াছিল। তাহারা ১০৲।১১৲ মণ দরে গম খরিদ করিয়াছিল। তাহারা অর্দ্ধ ভোজন আরম্ভ করিলে তাহাদের গমের মূল্য ½ মাত্র পড়িবে। অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে গমের মূল্য পড়িবে ৫৲।৬৲ টাকা মাত্র। তাহাদের জন্য দুর্ভিক্ষ স্থলে সচ্ছলতা দেখা দিবে।

দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের প্রকৃত উপায়

প্রকৃত পক্ষে আমরা যথার্থ উপায় অবলম্বন করি না। আমরা যথার্থ উপায় অবলম্বন করিলে, কাজ হইয়া যায়। তারপর, আমি গৃহে দেখিয়াছি, আটার ১০% ভাগ শুষ্ক আটা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। কোন কোন বাবুরচি ¼ অতিরিক্ত খরচ করে এবং নিজের সুবিধার জন্য ¼ আটা নষ্ট করে। কেহ কেহ অতিরিক্ত আটা ব্যবহার না করিয়াই রুটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। অন্ততঃ বেশী আটা অতিরিক্ত ব্যবহার করিতে নাই। অতিরিক্ত অল্প আটা প্রস্তুত করিতে শ্রমও খেয়াল বেশী করিতে হয়। এ জন্য তাহারা অধিক মাত্রায় অতিরিক্ত শুষ্ক আটা ব্যবহার করে।

তারপর, কোন কোন সময় খাদ্যের কোন অংশের অপচয় হয়। কেহ কেহ তাহাতে সতর্কতাবলম্বন করিলে লোকে তাহাদিগকে কৃপনও 'বখিল' বলে। কিন্তু বাস্তবিক তাহারাই চিন্তাশীল ব্যক্তি। যাহা পাক করা হয়, খাওয়া হয়। কিছুই নষ্ট করা হয় না। প্রয়োজন মত খাদ্য পাক হইলে, অনেক কিছু রক্ষা পায়। কৃপণেরা সর্ব্বদাই এরূপ করিয়া থাকে। তোমরা কষ্টের সময়ও এরূপ করিবেনা কেন?

দুর্ভিক্ষের সময়ও লোকেরা আরাম চায়—সাধারণ সময় হইতেও বেশী চায়। এ জন্য দুর্ভিক্ষকালে এরূপ ব্যক্তিগণ নিজের দুঃখ নিজেই আনে। খোদাতালার তরফ হইতে তাহাদের জন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না।

তারপর, সালনও কম করা যায়। হজরত মসিহ মাউদ আলায়হেস্ সালাতু ওস্-সালাম চায়ের এক চামচ সালন নিয়া রুটী খাইয়া ফেলিতেন। তোমরা এসব জিনিষ অল্প ব্যবহার করিলে তোমাদের কষ্ট লাঘব হইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষেও যদি তোমরা এসব বস্তুর ব্যবহার হ্রাস করিবে না, তবে তোমরা কিরূপে মনে করিতে পার যে, যাহা নাই তোমরা তাহা পাইবে?

তহরীক জদীদ ও লাজনা

তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তনের কারণ ছিল—মানুষ দুর্ভিক্ষেরও সম্মুখীন হয়—এরূপ সময় যেন ইসলাম প্রচার ব্যাপারে শৈথিল্য না হয় এবং চাঁদা রীতিমত আদায় হয় ও কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। সাদাসিদে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইলে অল্প ব্যয় অবশ্যম্ভাবী খরচ অল্প হইলে, চাঁদাও আদায় হইবে। কিন্তু খাওয়া পরায় ব্যয়শীল ব্যক্তিগণ চাঁদা আদায়ে শৈথিল্য করিবে। অবশ্য, মোমেন সর্ব্বাবস্থাই কোরবানী (ত্যাগ) করিবে। কিন্তু যাহার ইমান দুর্ব্বল, সে অনায়াসের সময় ত চাঁদা দিবে, কিন্তু অনটন কালে চাঁদা আদায়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিবে এবং তদ্বারা সাওয়াব কম করিয়া ফেলিবে।

তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তন কালে আমি বিশেষ ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে সাদা-সিদে জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছি। দুঃখের বিষয় তাহারা সম্পূর্ণরূপে সহযোগীতা করে নাই এবং আমাকে বলিতে হয় যে, লাজনা ইমা ইল্লাহ দায়িত্ব পালন করে নাই। বাড়ী ও দফতর নির্ম্মাণ করিয়াই লাজনা খুসি। সম্ভবতঃ, আমাকে লাজনা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তনজীম অন্য কোনরূপে করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার যথার্থ রুহ পাওয়া যায় না। বিদেশ হইতে আমার নিকট পত্র আসে, সদর লাজনা ইমা ইল্লাহ হইতে কোন তহরীক আসে না—চিঠি লিখিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আমেরিকা হইতে আমার নিকট পত্র আসিয়াছে, "সারা বৎসরেও লাজনা হইতে কোন প্রেরণা আসে নাই এবং আমাদিগকে কি করিতে হইবে আমরা জানি না।"

জীবন ওয়াকফের প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতই দুনিয়া খোদাতালাও দীন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এখন ইহার উপর বহু বিপদ উপস্থিত। ফলে, সাড়া পড়িয়াছে খোদাতালা হইতে কোন আহ্বানের প্রয়োজন—খোদাতালার আওয়াজ ব্যতীত চলিবে না। বিদেশ হইতেও এখন এই মর্ম্মে পত্র আসে যে, পার্থিব উপায় দ্বারা লোকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এখন খোদাতালা সাহায্য না করিলেই নয়, পার্থিব সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা তদ্বির বিফল যাইতেছে।

শত্রুরা'ত ইসলাম কি জানেই না। তাহারা ইসলামকে জগতের সম্মুখে এমন ভাবে উপস্থিত করে যে, তদ্বারা মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু বড় বিপদ এই যে, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণও ইসলামের বদনাম রটাইতেছে।

এখন মৌলবীদের প্রধান কাজ কি? আহমদিয়ত যখন বলে যে, ইসলাম বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রসারিত হয় নাই এবং যাহারা বলে যে ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহারা মিথ্যাবাদী—তখন গয়ের আহমদী মৌলবী বলেন যে, ইহারা কাফের হইয়া গিয়াছে, ইহারা জেহাদ মানে না।

যখন কোন আহমদী বলে যে, কোরাণই একমাত্র সুরক্ষিত ঐশীগ্রন্থ এবং যাবতীয় ঐশীগ্রন্থ সমূহের অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কোরাণ শরীফই যাবতীয় পরিবর্ত্তন ও হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র—তখন গয়ের আহমদী বলেন যে, ইহারা কোরাণ শরীফে মনছুখ (কোন আয়েত রহিত হওয়া) মানে না বলিয়া ইহারা কাফের।

যখন কোন খৃষ্টান বলে যে, মসিহ নিস্পাপ ছিলেন বলিয়া তিনি সকলের গোনাহ উঠাইয়াছেন, আহমদী বলে, তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয়—সকল নবীই বে-গোনাহ্ ছিলেন। ইহাতে গয়ের আহমদী ওলেমা বলেন, "দেখ, ইহারা নবীদিগকে বে-গোনাহ্ বলে।" অন্যের কথা ছাড়, কেহ কাহারো বাপের নিন্দা করে না। কিন্তু গয়ের আহমদী ওলেমা কর্ত্তৃক রসুল করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাহে ওসাল্লাম) চরিত্রের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে তাহারা এই মর্ম্মে হাদীস সমূহ উপস্থিত করেন। বস্তুতঃ শত্রু ত শত্রু—বন্ধু যাহারা তাহারাও এত হীন মনাঃ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইসলামের অবয়ব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

লোকেরা মোহররমের সময় ইমাম হুসেনের (রাঃ) 'মাতম' করে। আমরা স্বীকার করি যে, ইমাম হুসেন মজলুম, অত্যাচারীত অবস্থায় শহীদ হইয়া ছিলেন। কিন্তু হজরত ইমাম হুসেনকে শহীদ করিয়াছিল তাঁহার একজন শত্রু। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম তাঁহার চেয়েও অধিক মজলুম। তাঁহাকে (সঃ) যাহারা মানে, আজ তাঁহারাই হন্তা—তাহাদেরই খঞ্জর রসুল করীম সাঃ আঃ এর সীনার উপর উঠিতেছে, যাহাদিগকে তিনি দুধ খাওয়াইয়া পালন করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে তিনি কোরাণ করীমের শিক্ষা দ্বারা মানুষ করিয়াছিলেন। আজ তাহারাই নানাপ্রকার ভ্রান্ত মতের বিস্তার দ্বারা ও তাঁহার (সাঃ আঃ) প্রতি নানাপ্রকার মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে (সঃ) ঘৃণ্যরূপে দুনিয়ার নিকট উপস্থিত করিতেছে।

সুতরাং, যদি কাহারো জন্য বিলাপ করিতে হয়—মাতম করিতে হয় তবে মোহাম্মদ সাঃ আঃ এর জন্য করিতে হয়। তাঁহার চেয়ে মজলুম, তাঁহার চেয়ে নিপীড়িত কেহ নাই। অপরেরা তাঁহার সম্বন্ধে এমন পুস্তকাদি লিখিয়াছে, যাহা কোন প্রকৃত মুসলমান পড়িতেও অক্ষম। আপন যাহারা, তাহারা তাঁহার শিক্ষাকে বিনষ্ট করিয়াছে। আজ কাহারো জন্য শোক প্রকাশ করিবার থাকিলে মোহাম্মদ সাঃ আঃ এর জন্য আজ

শোক প্রকাশ করিবার দিন—হোসেনের জন্য মাতম করিবার দিন নয়। রসুলুল্লাহকে (সাঃ) যাহারা মানে, তাহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সৃষ্টি করিতেছে এবং তাঁহার দুর্নাম করিতেছে।

এই সমুদয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং তন্নিহিত উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি বুঝিয়াই জমাতের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়াছি, আস, ইসলাম প্রচারার্থ জীবন ওয়াকফ কর। তাহাদের জীবন তাহারা সেলসেলার জন্য উৎসর্গ করিবে এবং অন্যান্যেরা তাহাদের জেব খুলিবেন ও চাঁদা দিবেন।

ক্রমে ক্রমে এখন বিপদের সময় লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ বিপদ এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও বাড়িয়াছে। এখন যুবকেরা পূর্ব্বের ন্যায় জীবন ওয়াক করে না, বরং যাহারা জীবন ওয়াকফ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, যাহারা ওয়াকফ করিয়া পশ্চাদপদ হইত, তাহাদিগকে জমাত হইতে খারিজ করা হইত। কিন্তু পরে আমি ভাবিয়াছি এরূপ কুলষ চরিত্র ব্যক্তিদিগকে রোধ করিয়া লাভ কি? যে আমাদের নয়, তাহাকে আমরা গ্রহণ করি কেন? যে যায়, যাইতে দাও। ফলে যে সকল যুবক ওয়াকফ করিয়া পশ্চাদপদ হইতে চাহিয়াছে, তাহাদের নিকট শিক্ষার বা অন্য কোন বাবদ কোন কর্জ্জ না থাকিলে আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কোন সন্দেহ নাই, এই সমস্ত ব্যক্তি কোন না কোন দিক দিয়া অবশ্যই দুর্ব্বল, অথবা সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা যতই অল্প হউক না কেন? ইহারা বিশ্বাসঘাতক না হইলেও অবশ্যই দুর্ব্বল। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি জীবন ওয়াকফ করিবার পর, তাহা হইতে পশ্চাদপদ হয়, সে বিশ্বাস-ঘাতকতা বা দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত নয়।

এখন আমার নীতি, আমাদের টাকা ব্যবহার করে নাই, ব্যক্তি ওয়াকফ হইতে অবসর হইতে চাহিলে আমি অনুমতি দিয়া থাকি। অবশ্য এরূপ ব্যক্তি আমাদের নিকট ভাল নয়। ওয়াকফ হইতে পলায়ন পর হইয়াও আমাদের দ্বারা বিদায় করিবার আদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া যাহারা কাজ খারাপ করিতে আরম্ভ করে, এরূপ ব্যক্তিগণ অবশ্য অবশ্য বিশ্বাসঘাতক। ওয়াকফ হইতে অবসর হওয়ার দরখাস্ত করে ব্যক্তিকে আমি এই মনে করিয়া অবসর করিয়া দেই যে, তাহার ইমানে কোন দুর্ব্বলতা রহিয়াছে—হয়ত বাহিরে যাইয়া তাহার ইমান মজবুদ হইতেও পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাদিগকে ধোকা দিতে প্রয়াশ পায়, সে বাহিরে যাইয়াও দুর্ব্বল এবং বেঈমান দুই-ই থাকিবে।

চাঁদার দিক ও কাজের গুরুত্ব

১৯৩৪ সনে যখন আমি তহরীক জদীদ প্রবর্ত্তন করি, তখন চাঁদার দিক দিয়া জমাতের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। এখনের চেয়ে তখন চাঁদার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ছিল। তখনের চেয়ে এখন চাঁদার পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। আর্থিক দিক পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক ভাল। কিন্তু তখন তহরীক জদীদকে যেমন সাদরে গ্রহণ করা হইত, এখন তেমন নাই। এখনো লোকে তহরীক জদীদে শামীল হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাই অধিক, যাহারা শুরুতেই আমার আহ্বানে সারা দিয়াছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীদিগের মধ্যেও উৎসাহ আছে; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে যে উৎসাহ বহ্নি পরিলক্ষিত হইত, তাহা পাওয়া যায় না।

এখন কাজের প্রারম্ভ মাত্র। দুনিয়ার ২ অর্ব্বুদ ২০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে আমাদের ৫০ জন মোবাল্লেগ মাত্র এখন কাজ করিতেছেন। মোট লোক সংখ্যার ¼ পর্য্যন্তও আমরা খোদাতালার পয়গাম পৌছাইলে এবং বৎসরে ৫০ কোটি মানবের নিকট ৪ পৃষ্ঠার ইস্তাহার ১ বার মাত্র পৌছাইলেও প্রতি হাজার ইস্তাহার ১২৲ টাকা ছাপান খরচ পড়িবে এবং লোকদের নিকট পৌছান পর্য্যন্ত সমুদয় খরচ প্রায় ২০৲ টাকা পড়িবে। ১ লক্ষ ইস্তাহারে ২,০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে এবং ৫০ কোটি ইস্তাহার প্রকাশ করিলে ১ কোটি টাকা লাগিবে। অর্থাৎ ১ কোটি টাকা হইলে আমরা পৃথিবীর ¼ অধিবাসীর নিকট ১ বার মাত্র ৪ পৃষ্ঠার একটি ইস্তাহার পাঠাইতে পারি। ইহাতে ভরসা প্রতিজনের মধ্যে ১ জন তাহা পড়িয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে শুনাইবে।

এখন আপনারা নিজে নিজেই অনুমাণ করিতে পারেন, আমাদের সামনে কাজ কত বড়! এখনো উর্দ্দুতেই আমাদের সাহিত্য অপরিপূর্ণ। অন্যান্য ভাষা ত এখনো সম্পূর্ণই তৃষ্ণাতুর। এখন পর্য্যন্ত আমরা বিদেশের আহমদীগণের নিকট ইসলামের স্থূল নীতিগুলি প্রচার করিয়াছি মাত্র। তাঁহারা বলিতেছেন, স্থূল নীতি যথেষ্ট নয়, বিস্তৃত আদেশ নিষেধ শিক্ষা প্রয়োজন। ফেকাহ চাওয়া হইতেছে। তৎ-সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ চাওয়া হইতেছে।

ইংলণ্ডের একজন ডাক্তার সাহেবের পত্র পাইয়াছি। তিনি বুঝিয়া শুনিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, তাঁহার ছেলেদের মধ্যে অবশ্যই পুণ্যভাব পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রীতিও আছে, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া ইসলাম গ্রহণও করিয়াছে; কিন্তু এমন কোন পুস্তক তাঁহার নিকট নাই, যাহা দেখিয়া তিনি বলিতে পারেন যে, তাহাদের কি কি করিতে হইবে।

বস্তুতঃ, প্রথমে ইসলামী দুনিয়ার যাহা কিছুর প্রয়োজন ছিল, বিদেশে এখন সে সব কিছুই আবশ্যক। এখন, আমাদিগকে হাদিস, তসাওফ, ফেকাহ কোরান করীম এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়াবলীর অনুবাদ বিদেশে প্রচার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি ভাষায় ১০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাই প্রচার করা হইলেও কত ব্যয় সাপেক্ষ! পৃথিবীতে ১৫,০০০ বা ২০,০০০ ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে বড় বিশ ত্রিশটি ভাষা। যদি আমরা এই সকল ভাষাতেই লক্ষ পৃষ্ঠা হিসাবে প্রকাশ করি, তবু ২৯ লক্ষ পৃষ্ঠা হয়। প্রত্যেক পুস্তকের ১০ লক্ষ সংখ্যা রাখা হইলেও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পৃষ্ঠা হয়। ইহাতে আমরা কোনরূপে লোকের নিকট ইসলামের প্রাথমিক বিষয়গুলি বুঝাইতে পারি।

এখন ত তাহারা ইসলামের মর্ম্ম সম্বন্ধেই অবহিত হয় নাই। আমরা তাহাদিগকে রোজা থাকিতে বলি। রোজা কিসে নষ্ট হয়, তাহারা জানে না। তাহারা রোজা রাখে, কিন্তু রোজা থাকার অবস্থায়ও কোন কোন জিনিষ

খাইয়া ফেলিবে বিচিত্র নয়। দৃষ্টান্তস্থলে, যে সকল জাতির নিকট রোজা থাকার নিয়ম রুটি খাওয়া নয় মাত্র—দুধাদি দ্রব্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহারা দুধ ব্যবহার করিয়া ফেলিবে।

শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব একজন মুখলিস আহমদী ছিলেন। পরে তিনি পয়গামী হইয়া পড়েন। মৃত্যুকালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য খোদাতালা তাহাকে মাফ করিতে এবং তাহার কোরবানী সমূহের উত্তম ফল দেয়ার জন্য আমি দোয়া করি। তিনি হজরত মসিহ মাউদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একবার তিনি ইংলণ্ড যান। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বহুবার বিলাত গিয়াছিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে বাবুর্চিখানায় গিয়া তিনি দেখিলেন চাকরাণী পাক করিতেছে। তিনি তাহাকে তাঁহার জন্য সতন্ত্র পাক করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাঁহার জন্য পৃথক পাক করিয়াছে কি না সে বলিল, ব্যস্ত হইবেন না আপনার পৃথক পাক হইতেছে। আমি শূকরের মাংশ ভালমত চিনি। আপনার জন্য পাক করিবার সময় শূকরের টুকরাগুলি পৃথক করিয়া ফেলি। তিনি বলিলেন, 'কি নির্ব্বোধের কথা! শূকরের মাংশ আমার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। হাঁড়ীতে শূকরের মাংস পাক হয় ইহাতেই আমার জন্য সালন পাক কর। আর বলছ যে টুকরাগুলি পৃথক করিয়া দেও।" সে বলিল, ভবিষ্যতে পৃথকই তৈয়ার করিব। কিছু দিন পর তিনি আবার বাবুর্চি খানায় যাইয়া দেখিলেন যে পৃথক হাড়ীতে পাক হইতেছে, কিন্তু পরিচারিকার হাতে একই চামচ। সে কখনও এই হাঁড়ীতে চামচ দেয়, কখনও অপর হাঁড়ীতে দেয়। শেখ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ কি করছ?" পরিচালিকা বলিল, "ইহাতেও কি খাবার নিষিদ্ধ হইয়া যায়? আচ্ছা, ভবিষ্যত আমি এ বিষয়ে সাবধান হব।"

সুতরাং না জানার দরুণ রোজা রাখিয়াও কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। উপবাস কালে হিন্দুরা পাক করা কোন বস্তু খায় না। কিন্তু তাহারা ২।৩ সের ওরবুজা বা সের পরিমাণ আঙ্গুর খাইয়া ফেলে। হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে এমন ব্যক্তির পক্ষে রোজা থাকাবস্থায় পাক করা জিনিষ নয়, অন্য বস্তু আহার আশ্চর্য্যের কিছুই নয়। বস্তুতঃ অন্যান্য জাতিরা বিস্তৃত জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত ইস্‌লামের শিক্ষাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত তাহাদের ভাষায় বিধি পুস্তকের অনুবাদের প্রয়োজন। আমাদের গতির এখনো প্রথমাবস্থা। চরমের কথা এখনো বহু দূরের বিষয়। প্রথমেই যদি আমরা কাতর হইয়া পড়ি, পরে আমাদের অবস্থা কেমন হইবে?

আমি ত মনে করি, আল্লাহতালা বড়ই এহসান করিয়াছেন। প্রথমতঃ অজ্ঞাতসারে তিনি আমাকে এই তহরীক করিতে দেন। যদি প্রথমেই একথা প্রকাশ পাইত যে, এই তহরীক তোমাদের জন্য এবং তোমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণের জন্য করা হইতেছে, তবে হয়ত তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিত। আল্লাহতালা একথা আমার কাছে গোপন রাখেন এবং শুধু ৩ বৎসরের জন্য তহরীক করিতে দেন। ইহাতে আবার প্রকৃত কথা গোপনই থাকিয়া যায় এবং অনিশ্চিত ভাষায় খোৎবা প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাতে মনে করিল যে, ১ বৎসর চাঁদা দিতে হইবে এবং আগামী তিন বৎসরে তাহা ব্যয় হইবে। কিন্তু পর বৎসর যখন চাঁদা চাওয়া হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, এই তহরীক ত বৎসর কাল চলিবে, তখন তাহারা বলিল, "আচ্ছা, একথা। আমরা ভাবিয়াছিলাম ১ বৎসর মাত্র চাঁদা দিতে হইবে। আচ্ছা, চাঁদা নিন্।

৩ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তহরীকের ম্যাদ বৃদ্ধি করিয়া ১০ বৎসর

প্রাদেশিক সালানা জল্‌সা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে আগামী ২৭শে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ্চ, ১৯৫৩ ইং তারিখে ঢাকা দারুত তবলীগে প্রাদেশিক সালানা জল্‌সা প্রাদেশিক শুরা কমিটির অধিবেশন এবং প্রাদেশিক আমীর এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সেক্রেটারী সাহেবানদের নির্ব্বাচন হইবে। এই উপলক্ষে কতকগুলি বিষয় নিবেদন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাদেশিক সালানা জল্‌সার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বন্ধুগণের প্রতি ইতিপূর্ব্বেই চাঁদার আবেদন প্রেরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আবেদন এই যে, যে সমস্ত বন্ধুকে আল্লাহতালা ইতিমধ্যে কোন সন্তান দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে আকিকা সম্পন্ন করিবারও তৌফিক দান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সালানা জল্‌সা উপলক্ষে আকিকার গরু, বকরী ইত্যাদি বা ইহার মূল্য আদায় করিয়া দেন তবে তাঁহাদের সন্তানদের আকিকার মাংশ পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত আহমদীদের নিকট পৌছিতে পারে। আশাকরি, এ বিষয়ে প্রত্যেক সঙ্গতি সম্পন্ন বন্ধুই এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন।

তৃতীয় কথা এই জলসায় কোন কেন্দ্র হইতে কত সংখ্যক মেহমান আসিবেন, তদ্বিষয়ে একটি আনুমানিক হিসাব পাওয়া গেলে জল্‌সার জন্য প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্যের অপচয় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব বন্ধুগণ প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে এ বিষয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যা প্রেরণ করিলে খাকছার বড়ই বাধিত হইবে!

চতুর্থ কথা এই যে প্রত্যেক আগুন্তুক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, বদনা ইত্যাদি সঙ্গে আনিবেন।

পঞ্চম নিবেদন এই যে প্রত্যেক আঞ্জুমান এবং প্রত্যেক আহমদী যাহাদের মাসিক চাঁদা, অসিয়তের চাঁদা ইত্যাদি দেয় আছে, তাহা প্রাদেশিক সালানা জল্‌সার পূর্ব্বে আদায় করিবার পূর্ণ চেষ্টা করিবেন। আপনাদের দোওয়া প্রার্থী

খাকছার—

দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম বি,এ, বি,এল

সেক্রেটারী মাল, পূঃ পাঃ আঃ আহমদিয়া,

৪, বক্সী বাজার রোড, ঢাকা।

করা হয়। তখন লোকেরা ভাবিল, আর ৭ বৎসর আছে, চল, এই কয় বৎসর চাঁদা দেই।

১০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘ কাল চলার মত তোমরা প্রস্তুত হইলে আমি তাহরীকের ম্যাদ বৃদ্ধি করিয়া ১৯ বৎসর করি। এবার গন্তব্য ব্যবধান হওয়ায় কেহ কেহ পদস্খলিত হইল, তাহারা ভাবিল যে ১০ বৎসর ত পূর্ণ হইয়াছে।

তারপর, এই তহরীক ১৯ বৎসেরর নিকটবর্ত্তী হইলে আল্লাহতালা আমার মনে প্রশ্ন উত্থিত করিলেন একাজ আরম্ভ করায় কি উদ্দেশ্য ছিল? উত্তর জাগিল, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা আরম্ভ করা হয়। ইহাতে খোদাতালা আমাকে মনে করিয়া দিলেন, ইসলামের তবলীগ কি ১৯ বৎসর মাত্র চলিবার পর মাফ হইয়া যাইবে?

চক্ষুন্মেষ

তখন আমার চক্ষু খুলিল। আমি জমাতকে পরিকার জানাইয়া দিলাম যে, একাজ কিয়ামত পর্য্যন্ত জারি থাকিবে এবং যখনই আমরা ইহা ছাড়িব, তখনই আমাদের মৃত্যু।

একবার আমি জুমা পড়িবার পর বসা আছি। এমন সময় এক বন্ধু বলিলেন, একজন পীর সাহেব আসিয়াছেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান!" তাঁহাকে আনিবার জন্য বলিলাম। পীর সাহেব আসিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়াছিলাম। তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" পীর সাহেব সৈয়দ ছিলেন এবং পীরও ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে একটি বিষয় সম্বন্ধে বলুন। যদি কেহ নদী পার হয়ার জন্য নৌকায় চড়ে, পার হওয়ার পরও কি সে নৌকায় বসিয়া থাকিবে? না সে তীরে অবতরণ করিবে?" তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার বলার উদ্দেশ্য কি? খোদাতালাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবাদত করা হয়। তাঁহাকে পাওয়ার পরে এবাদতের প্রয়োজন আর কি থাকে? নামাজ; রোজা এবং অন্যান্য এবাদতগুলি তাদের জন্য তাঁহার সহিত এখনো যাহাদের যোগ হয় নাই। যাঁহারা খোদা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এবাদতের প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম, "পীর সাহেব, নদীর পার থাকিলে ত অবশ্যই অবতরণ করিতে হইবে নৌকায় বসিয়া থাকায় কোন লাভ নাই! কিন্তু নদীর কোনই পার না থাকিলে যেখানেই নামিবেন, সেখানেই ডুবিতে হইবে।"

বস্তুতঃ, খোদাতালা অসীম। তাঁহার অভিমুখে যাত্রায় কোন পার দেখা গেলে, তথায় পৌছিবার পর অন্য পার দেখা দেয় এবং তথায় পৌছিবার পর আরো পার উপস্থিত হয়। অবশ্য, কোন মানুষের সহিত মানুষের মিলন আলিঙ্গনে সমাপ্ত হইতে পারে! কিন্তু খোদাতালা অসীম অনন্ত। কোথাও যদি স্পর্শ ঘটে, তবু আরো বাকী থাকে।

এইরূপ তবলীগের জন্যও সময়ের শেষ নাই। খোদাতালা হজরত মসিহ আলায়হেচ্ছালামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তোমাকে যাহারা মানে, তাহারা কিয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা মানে না তাহাদের উপর প্রবল থাকিবে। ইহার অর্থ হজরত মসিহকে (আঃ) মানিবে না, এরূপ ব্যক্তি চির দিনই থাকিবে। হজরত মসিহর (আঃ) প্রতি ইমান আনা কোরাণ শরীফ জরুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং যাহারা মসিহকে মানিবে না, তাহারা কোরাণ করীমও মানিবে না। অতএব কেয়ামত পর্য্যন্ত কতক মানুষ এরূপ বিদ্যমান থাকিবে, যাহারা কোরাণ করীমও মানিবে না। সুতরাং ইহা অবধারিত সত্য যে, ইসলাম মানে না এরূপ ব্যক্তিরা কিয়ামত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ইহাদিগকে মানাইবার জন্য কোন কোন মোবাল্লেগ থাকাও অপরিহার্য্য।

কেয়ামত পর্য্যন্ত তব্‌লীগের দায়ীত্ব

মেয়েদের একটি খেলা আছে। এখন এ খেলা করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে ইহার খুব রেওয়াজ ছিল। ৫।৬ জন মেয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইত। অপর পার্শ্বে আরো ৫।৭ জন মেয়ে দাঁড়াইত। এক পার্শ্বের মেয়েরা অন্য পার্শ্বের মেয়েদের নিকট যাইয়া সম্ভবতঃ কোন বিবাহের প্রস্তাব করিত বা অন্য কিছু চাহিত। এইরূপে একপক্ষ প্রার্থী সাজিয়া তাহাদের আবেদন জানাইলে পর অন্য পক্ষ "দিব না" বলিয়া অস্বীকার করিত। ইহাতে খেলা আরম্ভ হইত। এক পক্ষে বলিত, "দিব না" এবং অন্য পক্ষ বলিত "নিবই" এইরূপ চলিত এবং উভয় পক্ষই জেদ বাঁধিতে থাকিত।

ঠিক এমনই, কোরাণ করীম বলিতেছে যে, কিয়ামত পর্য্যন্ত কতক মানব মানিবে না বলিয়া অস্বীকার করিবে। তখন, মানিতেই হইবে বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে। তোমাদের ইমান তোমাদের অন্তর্বেগ অবশ্যই ছোট ছোট বালিকাদের চেয়ে অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাদের এক পক্ষে "দিব না" বলিয়া অস্বীকার করাতে অন্য পক্ষ "নিবই" বলিয়া জোর দেয়। তোমাদেরও ইহাই কাজ। যদি কতক লোক বলে যে, তাহারা 'মানিবে না,' তোমরা বলিবে যে, "মানিতেই হইবে।"

খোদাতালার প্রজায়, তাঁহার হেকমত দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমতঃ কয়েক বৎসরের জন্য মাত্র তহ্‌রীক জদীদ করা হয়। পরে ইহাকে দীর্ঘ করা হয়। উনবিংশ বর্ষ নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, এই সংখ্যা কিছু নয়, যে পর্য্যন্ত আমি ও আপনারা জীবিত থাকি এই ফরজ খোদাতালা আমাদের জন্য ধার্য্য করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বংশধরগণ বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এই দায়ীত্বও তাহাদের থাকিবে—কেহ ইহা অপসারিত করিতে পারে না। প্রত্যেক বংশধরের জন্যই ইহা ফরজ।

[ক্রমশঃ]

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.